''বর্তমান সময় অনুসারে বৈরাগ্য বৃত্তিকে ইমার্জ করে সাধনার বায়ুমন্ডল বানাও''

আজ স্নেহের সাগর বাপদাদা নিজের অতিস্নেহী বাচ্চাদের সাথে মিলিত হচ্ছেন। আজকের দিনটি হলো বিশেষ স্নেহের দিন। অমৃতবেলার থেকে শুরু করে চারিদিকের বাচ্চারা স্নেহের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হচ্ছে। প্রত্যেক বাচ্চার হৃদয়ের স্নেহ দিলারাম বাবার কাছে পৌঁছে গেছে। বাপদাদাও সকল বাচ্চাদেরকে স্নেহের রেসপন্সে স্নেহ আর সমর্থ হওয়ার বরদান দিচ্ছেন। আজকের দিনকে বাপদাদার যজ্ঞের স্থাপনাতে বিশেষ পরিবর্তনের দিন বলা হয়। আজকের দিনে ব্রহ্মা বাবা গুপ্তরূপে ব্যাকবোন (মেরুদন্ড) হয়ে নিজের বাচ্চাদেরকে সাকার রূপে বিশ্বমঞ্চের উপরে প্রত্যক্ষ করেছেন। এইজন্য এই দিনটিকে বাচ্চাদের প্রত্যক্ষতার দিন বলা হয়, সমর্থ দিবস বলা হয়, উইল পাওয়ার দেওয়ার দিবস বলা হয়। ব্রহ্মা বাবা গুপ্তরূপে করাচ্ছেন। এই অব্যক্ত দিবস হলো বাচ্চাদের কাজকে তীব্র গতিতে নিয়ে আসার দিবস। এখনও প্রত্যেক বাচ্চাকে নিজের ছত্রছায়ায় রেখে পালনার কর্তব্য সম্পাদন করছেন। যেরকম বাচ্চাদের জন্য ছত্রছায়া হন, সেইরকমই অমৃতবেলার থেকে শুরু করে ব্রহ্মা মা চারিদিকের বাচ্চাদেরকে দেখাশোনা করতে থাকেন। সাকারে নিমিত্ত বাচ্চারা তো রয়েছেই কিন্তু ভাগ্য বিধাতা ব্রহ্মা মা প্রত্যেক বাচ্চার ভাগ্যকে দেখে বাচ্চাদেরকে বিশেষ শক্তি, সাহস, উৎসাহ-উদ্দীপনার পালনা করতে থাকেন। শিববাবা তো সাথে আছেনই কিন্তু ব্রহ্মারও বিশেষ পালনার পার্ট রয়েছে।

আজকের দিনে ভাগ্যবিধাতা ব্রহ্মা প্রত্যেক বাচ্চাকে বিশেষ স্নেহের রিটার্নে বরদানের ভান্ডার ভান্ডারী হয়ে বিতরণ করেন। যে বাচ্চা যত অব্যক্ত স্থিতিতে স্থিত হয়ে মিলিত হয়, সেই বাচ্চাদের যে বরদান চাই তা সহজে প্রাপ্ত হয়ে যায়। বরদানের ভান্ডার খোলা আছে, যা চাই, যতটা চাই ততই প্রাপ্ত হওয়ার শ্রেষ্ঠ দিবস। স্নেহের রিটার্ন হলো - সহজ বরদানের গিফ্ট। তো গিফ্টের জন্য পরিশ্রম করতে হয় না, সহজ প্রাপ্তি হয়। গিফ্ট চাইতে হয় না, স্বতঃই প্রাপ্ত হয়। পুরুষার্থের দ্বারা বরদানের অনুভূতির প্রাপ্তি আলাদা জিনিস কিন্তু আজকের দিনে ব্রহ্মা মা স্নেহের রিটার্নে বরদান দেন। তো আজকের দিনে সবাই সহজ বরদান প্রাপ্ত হওয়ার অনুভূতি করেছো? এখনও সত্য হৃদয়ের স্নেহের রিটার্নে বরদান প্রাপ্ত করতে পারো। বরদান প্রাপ্ত করার সাধন হলো - হৃদয়ের স্নেহ। যেখানে হৃদয়ের স্নেহ রয়েছে, সেই স্নেহ এমনই এক খাজানা, যে খাজানার দ্বারা, বাপদাদার দ্বারা যত খুশী অবিনাশী বরদান প্রাপ্ত করতে পারো। সেই স্নেহের খাজানা প্রত্যেক বাচ্চার কাছে আছে? স্নেহের খাজানা আছে বলেই তো এখানে পৌঁছাতে পেরেছো তাই না! স্নেহ টেনে নিয়ে এসেছে আর স্নেহতে থাকাও খুব সহজ। পুরুষার্থের জন্য পরিশ্রম করতে হয় না কেননা স্নেহের অনুভব প্রত্যেক আত্মারই হয়। কেবল এখন যে ছড়িয়ে থাকা স্নেহ ছিল, কিছু কোথায় ছিল, কিছু কোথায় ছিল, সেই ছড়িয়ে থাকা স্নেহ একেরই সাথেই জুড়ে নিয়েছো। কেননা আগে আলাদা আলাদা সম্বন্ধ ছিল, এখন এক এর মধ্যে সর্ব সম্বন্ধ আছে। তো সহজ সর্ব স্নেহ একের সাথে হয়ে গেছে। এইজন্য প্রত্যেকে বলে আমার বাবা। তো স্নেহ কার সাথে হয়? আমার সাথে। সবাই বলে যে আমার বাবা, নাকি দাদীদের বাবা? মহারথীদের বাবা? তিনি সকলের বাবা তাই না! আজকের দিনে কতবার প্রত্যেক বাচ্চা হৃদয় থেকে বলেছে - আমার বাবা, আমার বাবা। সবাই আমার বাবা, আমার বাবা - বলে আত্মিক বার্তালাপ করেছো তাই না! সারাদিন কী করেছো? স্নেহের পুষ্প বাপদাদাকে অর্পণ করেছো। বাপদাদার কাছে স্নেহের পুষ্প অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর পৌঁছেছে। স্নেহ তো খুব ভালো ছিল, এখন বাবা বলছেন স্নেহের স্বরূপ সাকারে ইমার্জ করো। সেটা হলো সমান হওয়া। এখন এই সমান হওয়ার লক্ষ্য তো সকলের কাছে আছে, এখন সাকারে লক্ষণ দেখা যাবে। যেকোনও বাচ্চাকে দেখবে, যে-ই আসুক, সম্বন্ধ সম্পর্কে এলেও, তারা যেন তোমাদের মধ্যে এই লক্ষণ দেখতে পায় যে এ যেন পরমাত্মা বাবা, ব্রহ্মা বাবার গুণ। সেই গুণ বাচ্চাদের চেহারা আর মূর্তির মাধ্যমে দেখা দেবে। অনুভব করবে যে এর নয়ন, এর কথা, এর বৃত্তি বা ভায়ব্রেশন হলো সকলের থেকে আলাদা। মধুবনে আসে তো ব্রহ্মা বাবার কর্ম সাকার হওয়ার কারণে এই ভূমিতে তপস্যা, কর্ম আর ত্যাগের ভাইব্রেশন সমাহিত হয়ে থাকার কারণে এখানে সহজ অনুভব করে যে, এ যেন সকলের থেকে আলাদা জগৎ। কেননা ব্রহ্মা বাবা আর বিশেষ বাচ্চাদের ভাইব্রেশনের সাথে এক অলৌকিক বায়ুমন্ডল তৈরী হয়ে আছে। এইরকমই যে বাচ্চা যেখানেই থাকে, যেরকমই কর্মক্ষেত্র হোক, প্রত্যেক বাচ্চার দ্বারা বাবার সমান গুণ, কর্ম আর শ্রেষ্ঠ বৃত্তির বায়ুমন্ডল অনুভবে আসে, একে বাপদাদা বলেন - বাবার সমান হওয়া। যা এখনও পর্যন্ত সংকল্প আছে যে - বাবার সমান হতেই হবে, সেই সংকল্প এখন চেহারা আর চলনের দ্বারা দেখা যাবে। যারা সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসবে তাদের হৃদয় থেকে এই আওয়াজ শোনা যাবে যে এই আত্মারা হলো বাবার সমান। (মাঝে-মাঝে কাশী হচ্ছিল) আজ মাইক খারাপ আছে, মিলিত তো হতেই হবে তাই না। এটাও তো হলো মাইক তাই না, এই মাইক না চললে তো এই (স্থূল) মাইকও কাজের নয়।

কোনও ব্যাপার নয়, এটাও হলো আবহাওয়া পরিবর্তনের ফল।

তো বাপদাদা এখন সকল বাচ্চাদের থেকে এই প্রত্যক্ষতা চাইছেন। যেরকম বাণীর দ্বারা প্রত্যক্ষতা করে থাকো তো বাণীর প্রভাব পড়ে, তারথেকেও বেশী প্রভাব গুণ আর কর্মের দ্বারা পড়ে। প্রত্যেক বাচ্চার নয়নের দ্বারা এটা অনুভব হবে যে এর নয়নে কিছু বিশেষত্ব আছে। সাধারণ অনুভব করবে না। অলৌকিক অনুভব করবে। তাদের মনে প্রশ্ন উঠবে যে কিভাবে হয়েছে, কোথা থেকে এমন তৈরী হয়েছে। নিজেই চিন্তা করবে আর জিজ্ঞাসা করবে যে এইরকম কে বানিয়েছেন? যেরকম বর্তমান সময়ে কোনও ভালো জিনিস দেখো তো হৃদয়ে ওঠে যে এটার নির্মাণ কর্তা কে! সেইরকমই নিজের বাবার সমান হওয়ার স্থিতির দ্বারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করো। বর্তমান সময়ে মেজরিটি আত্মা চিন্তা করে যে এই সাকার সৃষ্টিতে, এই বাতাবরণে থেকে এইরকমও কোনও আত্মা হয়ে ওঠা কি সম্ভব! তো তোমরা তাদেরকে প্রত্যক্ষ রূপে দেখাও যে হওয়া সম্ভব আর আমি হয়েছি। বর্তমান সময়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয় । শোনার থেকেও বেশী দেখতে চায়। তো চারিদিকে কতো কতো বাচ্চা রয়েছে, প্রত্যেক বাচ্চা যদি বাবার সমান প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়ে যায়, তবে তো মানতে আর জানতে পরিশ্রম করতে হবে না। তারপর তোমাদের প্রজা খুব তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে যাবে। পরিশ্রম, সময় কম আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুভব করলে যেন প্রজার স্ট্যাম্প লাগতে থাকবে। রাজা-রাণী তো তোমরা হবে তাই না!

বাপদাদা একটি বিষয়ের প্রতি পুনরায় অ্যাটেনশন দিচ্ছেন যে বর্তমান বায়ুমন্ডল অনুসারে মনে, হৃদয় থেকে এখন বৈরাগ্য বৃত্তিকে ইমার্জ করো। বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চাকে, সে প্রবৃত্তিতে থাকুক বা সেবাকেন্দ্রে, সে যেখানেই থাকুক, স্থুল সাধন প্রত্যেককে দিয়েছেন, এমন কোনও বাচ্চা নেই যার কাছে খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান এইসব সাধন নেই। অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তিতে থেকে আবশ্যক যে সাধন দরকার, তা সকলের কাছে আছে। যদি কারও কাছে কম থাকে তো সেটা তার নিজের অবহেলা বা অলসতার কারণে হয়েছে। বাকী ড্রামা অনুসারে বাপদাদা জানেন যে আবশ্যক সাধন সকলের কাছে আছে। যেটা আবশ্যক সাধন সেটা তো থাকবেই কিন্তু কোথাও কোথাও আবশ্যকতার থেকেও বেশী সাধন আছে। সাধনা কম হয় আর সাধনের প্রয়োগ করা বা করানো বেশী হয়। এইজন্য বাপদাদা আজ বাবার সমান হওয়ার দিবসের উপরে বিশেষ আন্ডারলাইন করাচ্ছেন যে - সাধনের প্রয়োগের অনুভব অনেক করেছো, যেটা করেছো সেটা খুব ভালোই করেছো, এখন বেশী করে সাধনা করতে হবে অর্থাৎ বৈরাগ্য বৃত্তি ধারণ করতে হবে। ব্রহ্মা বাবাকে দেখেছো, অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত বাচ্চাদেরকে সাধন অনেক দিয়েছেন কিন্তু নিজে সাধনের প্রয়োগ থেকে দূরে থেকেছেন। সবকিছু থাকা সত্ত্বেও তার থেকে দূরে থাকা - একেই বলা হয় বৈরাগ্য। কিন্তু কিছুই সাধন নেই আর বলে যে আমার তো বৈরাগ্য আছে, আমি তো হলামই বৈরাগী, তাহ সেটা কি করে হবে। সেটি তো একেবারেই আলাদা ব্যাপার । সবকিছু থাকা সত জ্ঞান আর বিশ্ব কল্যাণের ভাবনার দ্বারা বাবাকে, নিজেকে প্রত্যক্ষ করার ভাবনার দ্বারা এখন সাধনের পরিবর্তে অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি যেন থাকে। যেরকম স্থাপনার আদিতে সাধন কম ছিল না, কিন্তু অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির ভাট্টিতে পড়ে ছিলে। সেই ১৪ বছর যে তপস্যা করেছো, সেটা ছিল অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির বায়ুমন্ডল। বাপদাদা এখন সাধন অনেক দিয়েছেন, সাধনের এখন কোনও কমতি নেই কিন্তু সবকিছু থাকা সত্ত্বেও অসীম জগতের বৈরাগ্য থাকবে। বিশ্বের আত্মাদের কল্যাণের প্রতিও এই সময় এই বিধির আবশ্যকতা রয়েছে, কেননা চারিদিকে চাওয়ার ইচ্ছা বেড়ে যাচ্ছে, ইচ্ছার বশীভূত হয়ে আত্মারা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছে, সে যদি পদ্মপতিও হয় তথাপি চাওয়ার ইচ্ছার কারণে সে-ও পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে। বায়ুমন্ডলে আত্মাদের পরিশ্রান্ত হওয়ার বিশেষ কারণ হলো পার্থিব জগতের এই ইচ্ছা। এখন তোমরা নিজেদের অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির দ্বারা সেই সকল আত্মাদের মধ্যেও বৈরাগ্য বৃত্তি ছড়িয়ে দাও। তোমাদের বৈরাগ্য বৃত্তির বায়ুমন্ডল ব্যতীত তারা সুখী, শান্ত হতে পারবে না, পরিশ্রান্ত হওয়া থেকে মুক্ত হতে পারবে না। তোমরা হলে বৃক্ষের মূল শিকড়। ব্রাহ্মণদের স্থান বৃক্ষের কোন্ স্থানে দেখানো হয়েছে? মূল শিকড়ে দেখানো হয়েছে তাই না! তো তোমরা হলে ফাউন্ডেশন, তোমাদের ভায়ব্রেশন সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে সেইজন্য বাপদাদা বিশেষ সাকারে ব্রহ্মা বাবার সমান হওয়ার বিধি, বৈরাগ্য বৃত্তির প্রতি বিশেষ অ্যাটেনশন দিচ্ছেন। প্রত্যেকে যেন এটা অনুভব করে যে - এই আত্মা সাধনের বশীভূত নয়, সাধনাতে রত থাকে। সবকিছু সাধন থাকা সত্ত্বেও সবকিছুর থেকে বৈরাগ্য বৃত্তি থাকবে। প্রয়োজনীয় সাধন ব্যবহার করো কিন্তু যতটা সম্ভব ততটা হৃদয়ের বৈরাগ্য বৃত্তির দ্বারা করো, সাধনের বশীভূত হয়ে নয়। এখন সাধনার বায়ুমন্ডল চারিদিকে বানাও। বর্তমান সময় অনুসারে এখন সত্যিকারের তপস্যা বা সাধন হলোই অসীম জগতের বৈরাগ্য। সেবার বিস্তার এই বছরে অনেক করেছো। এই বছরে চারিদিকে বড় বড় প্রোগ্রাম করেছো আর সেবাতে সহযোগী আত্মাও অনেক হয়েছে, নিকটে এসেছে, সম্পর্কে এসেছে, কিন্তু শুধুমাত্র কি সহযোগীই বানাবে? এই পর্যন্তই রেখে দেবে কী? সহযোগী আত্মা খুব ভালো ভালো আছে, এখন সেই সহযোগী ভালো কোয়ালিটি বিশিষ্ট আত্মাদেরকে আরও সম্বন্ধে নিয়ে এসো। অনুভব করাও, যার দ্বারা সহযোগী থেকে সহজ যোগী হয়ে যায়। এরজন্য এক হলো সাধনার বায়ুমন্ডল আর দ্বিতীয় হলো অসীম

জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির বায়ুমন্ডল হতে হবে তাহলে এরদ্বারা সহজে সহযোগী থেকে সহজযোগী হয়ে যাবে। তাদের সেবা করো, কিন্তু তার সাথে সাধনা, তপস্যার বায়ুমন্ডল হলো আবশ্যক।

এখন চারিদিকে পাওয়ারফুল তপস্যা করতে হবে, যে তপস্যা মন্সা সেবার নিমিত্ত হবে, এইরকম পাওয়ারফুল সেবা এখন তপস্যার দ্বারা করতে হবে। এখন মন্সা সেবা অর্থাৎ সংকল্পের দ্বারা সেবার টাচিং হবে, এইরকম সেবার প্রয়োজন। সময় নিকটে আসছে, নিরন্তর স্থিতি আর নিরন্তর পাওয়ারফুল বায়ুমন্ডলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাবার সমান হতে হবে তো প্রথমে অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি ধারণ করো। এই বিশেষত্বই ব্রহ্মাবাবার মধ্যে অন্তিম সময় পর্যন্ত দেখা গেছে। না বৈভবের মধ্যে বুদ্ধি জুড়ে ছিল আর না বাচ্চাদের মধ্যে... সবকিছুর থেকে বৈরাগ্য বৃত্তি। তো আজকের দিনে বাবার সমান হওয়ার পাঠ পাক্কা করবে। ব্যস্, ব্রহ্মা বাবার সমান হতেই হবে। এইরকম দৃঢ় নিশ্চয় অবশ্যই উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আচ্ছা। আজ কোন্ কথাটিকে আন্ডারলাইন করেছো? অসীম জগতের বৈরাগ্য। এখন আত্মাদেরকে সবরকমের 'ইচ্ছা'র থেকে বাঁচাও। বেচারারা খুবই দুঃখী হয়ে আছে। অনেক পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে। তো এখন দয়াবান হও। দয়ার ভায়ব্রেশন অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির দ্বারা ছড়িয়ে দাও। এখন সবাই উঁচুর থেকেও উঁচু পরমধামে বাবার সাথে বসে সকল আত্মাদেরকে দয়ার দৃষ্টি দাও। ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দাও। ছড়িয়ে দিতে পারো তাই না? তো ব্যস্ এখন পরমধামে বাবার সাথে বসে যাও। সেখান থেকে এই অসীম জগতের প্রতি দয়াভাবের বায়ুমন্ডল ছড়িয়ে দাও। (বাপদাদা ড্রিল করালেন) আচ্ছা।

চারদিকের সকল অতি স্নেহী বাচ্চাদেরকে, চারিদিকের সকল সাধনায় রত শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, বাপদাদাকে সারাদিনে অত্যন্ত প্রেমময়, মিষ্টি-মিষ্টি হৃদয় থেকে গীত শোনানো, আত্মিক বার্তালাপ করা শক্তিদেরকে, গুণের বরদানের দ্বারা ঝুলি ভরিয়ে দেওয়া, বাপদাদা সকলের গীত, খুশীর গীত, স্নেহের গীত, আত্মিক নেশার গীত, হৃদয়কে মোহিত করে দেওয়া অত্যন্ত মিষ্টি-মিষ্টি কথা বাপদাদা শুনেছেন আর বাপদাদাও শুনে আর মিলিত হয়ে লভলীন ছিলেন। তো এইরকম সত্য হৃদয়ের আওয়াজ শোনানো বাচ্চারা হলো মহান আর সর্বদাই মহান থাকবে, এইরকম মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা সর্বদা অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তিকে ধারণকারী, দৃঢ় নিশ্চয় বুদ্ধি বাচ্চাদেরকে বাপদাদা এক এর বদলে পদ্মগুণ রিটার্ন স্নেহ প্রদান করছেন। দিলারামের হৃদয়ে থাকা সমস্ত বাচ্চাদেরকে অনেক-অনেক স্মরণের স্নেহ সুমন আর নমস্কার।

যারা বাইরে থেকে শুনছো তাদেরকেও বাবা দেখছেন আর বাপদাদা কাউকে দূরে দেখছেন না, বরং সকল দিকের বাচ্চাদেরকে সম্মুখে দেখে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর শুভেচ্ছা এবং স্মরণ উপহার বা স্মরণ পত্রের রিটার্ন দিচ্ছেন যে, সর্বদা উড়ন্ত কলাতে উড়তে থাকা বাচ্চারা সর্বদা সমৃদ্ধশালী রয়েছে, সর্বদাই সমৃদ্ধশালী থাকবে। আচ্ছা।

*বরদানঃ-* শ্রেষ্ঠ সংকল্পের শক্তির দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্তকারী সিদ্ধিস্বরূপ ভব

তোমাদের অর্থাৎ মাস্টার সর্বশক্তিমান বাচ্চাদের সংকল্পে এত শক্তি আছে যে, যেটা যে সময়ে চাও সেটা করতে পারো আর করাতেও পারো। কেননা তোমাদের সংকল্প হলো সদা শুভ, শ্রেষ্ঠ আর কল্যাণকারী। যে সংকল্প শ্রেষ্ঠ আর কল্যাণকারী সেটা সিদ্ধ অবশ্যই হয়। মন সদা একাগ্র অর্থাৎ একই জায়গায় স্থিত থাকে, উদ্ভ্রান্ত হয় না। যেখানে চাও, যখন চাও মনকে সেখানে স্থিত করতে পারো। এর দ্বারা স্বতঃই সিদ্ধিস্বরূপ হয়ে যাবে।

*স্লোগানঃ-* পরিস্থিতির অস্থিরতার প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হলে বিদেহী স্থিতিতে থাকার অভ্যাস করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List

Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;